দৈনিক
ইত্তেফাক

02 APR 2016
পৃষ্ঠা ... ৩ .. কলাম .... ৭ ......

ঢাবি ক্যাম্পাসে পুলিশের ভবন নির্মাণ শুরু

জমির মালিকানা নিয়ে পাল্টাপাল্টি দাবি। ফুঁসছে শিক্ষার্থীরা

■ ঢাবি সংবাদদাতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়েই শতবর্ষী গাছ কেটে পুলিশ প্রশাসন ২২ তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলের পেছনে আনোয়ার পাশা ভবনের কাছে গত ২৯ মার্চ রাতের আঁধারে এ ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করে পুলিশ প্রশাসন। এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্টরা। শীঘ্রই আন্দোলনে যেতে পারেন শিক্ষার্থীরা।

সূত্র জানায়, ১৯৯২ সালে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা খারাপ থাকায় ক্যাম্পাসের সার্বিক নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভিসি অধ্যাপক ড. এমাজউদ্দিন আহমদ সাময়িক সময়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গায় রমনা পুলিশ জোনের অধীনস্থ অস্থায়ী বাবুপুরা পুলিশ ফাঁড়ি ক্যাম্প নির্মাণের অনুমতি দেন। শর্ত ছিলো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। কিন্তু তারা শর্ত ভঙ্গ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রায় এক বিঘা জমি দখল করে রাখে। সম্প্রতি তারা একই স্থানে ২২ তলা আবাসিক ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করে।

এদিকে পুলিশ ফাঁড়ির আশেপাশে বেশকিছু শতবর্ষী গাছ ছিল। পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে না জানিয়েই ১২টি গাছ কেটে বিক্রি করে ফেলে। এদিকে ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিক্ষার্থীরা।

ছাত্র ইউনিয়নের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি লিটন নন্দী বলেন, এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের জন্য হুমকি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে পুলিশ ফাঁড়ি মানা যায় না। একই সঙ্গে পরিবেশ ধ্বংসকারী এসব কাজ শিক্ষার্থীরা কখনোই মেনে নেবে না।

ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী আসাদুজ্জামান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া এধরনের কাজ ঠিক নয়। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পুলিশ ফাঁড়ি আমরা মেনে নেবো না। এ বিষয়ে ফজলুল হক মুসলিম হলের প্রভোস্ট মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: হারুনুর রশিদ বলেন, রাতের আঁধারে অত্যন্ত ন্যক্কারজনক কাজ করা হয়েছে। এখানে ভবন নির্মাণ করা হলে পুরো কার্জন হল এলাকার শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট হবে। পাশাপাশি হুমকির মুখে পড়বে শিক্ষকদের আবাসিক কোয়ার্টার আনোয়ার পাশা ভবন, আবুল খায়ের ভবন, ছাত্রদের ফজলুল হক মুসলিম হলসহ অমর একুশে হল। এবিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আক্তার হুসাইন বলেন, ঘটনাটি সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয়, তারা বিশ্ববিদ্যালয়কে না জানিয়ে রাতের আঁধারে এ কাজটি করেছে। পুলিশ দাবি করছে এটি তাদের জায়গা কিন্তু প্রকৃত অর্থে এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি। আমরা বিষয়টি ভালোভাবে খতিয়ে দেখছি। শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, জমিটা খাস ছিল। পরবর্তীতে সরকার এটি আমাদের দিয়েছে।